বৃষ্টিতেও থেমে নেই মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য বিতরণ

করোনা আতঙ্ক ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

মঙ্গলবার বিকালে শহরের ৯ নং ওয়ার্ডের পোষ্ট অফিস পাড়া থেকে কাস্টম পাড়া পর্যন্ত ৩শ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

চলমান খাদ্য বিতরণে এ পর্যন্ত শহরের প্রায় ১০ হাজার পরিবার পেয়েছে মেয়রের খাদ্য সহায়তা।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার ঈদ উপহার বিতরণ

করোনা মহামারীর কারণে সাধারণ অসহায় কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামে জেলা শাখা ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি তানভিরের নিজ উদ্যোগে ৫০০ টি পরিবারের মধ্যে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে।

তানভির জানান, বিগত ৩০ এ এপ্রিল প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তারই পরিপেক্ষিতে আজ আমরা ৫০০ পরিবারের মধ্যে এই ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আশা করি আগামীতেও সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুরে পরকিয়ার জেরে যুবককে খুনের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামে পরকিয়ার জের ধরে সুজন নামের এক যুবক খুন করার অভিযোগ উঠেছে।
সোমবার দুপুরে তাকে নিজ ঘরে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
নিহত সুজন পেশায় ড্রাইভার, তিনি পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের শাহজাহান এর ছেলে। এঘটনায় সুজনের চাচাতো ভাবি শিরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।
নিহত সুজনের চাচা মখলেছুর রহমান বলেন, গত রবিবার রাতে কোন এক সময় সুজনের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কে বা কাহারা আঘাত করে । পরে গ্রামের কোন এক ডাক্তারকে দিয়ে সুজনের চিকিৎসা করানো হয়। গত সোমবার দুপুরে রিকু ও লাবু নামের দুইজন সুজনের বাড়িতে গিয়ে খারাপ অবস্থা দেখে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়।
মখলেছ পরিবারের বরাত দিয়ে অরো জানান, সুজন গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল এমন সময় তাকে বাচানোর জন্য আঘাত করা হয়। পাশের বাড়ির চাচাতো ভাবি শিরিনার সাথে সুজনের কোন অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে। এজন্য সুজনের বউ কাকলি খাতুনের সাথে প্রায়ই ঝগড়া হতো। এরই জের ধরে সুজনকে মারতে পারে বলে ধারনা করছি।
দরবেশপুর ৬ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদিন জানান, সুজনের বিষয়ে আমি শুনেছি। এদের ঘরে ঘরে ঝামেলা ছিল। সুজন মারা যাওয়ার পর পুলিশ এসে তার চাচাতো ভাবিকে আটক করে।
মেহেরপুর সদর থানা ওসি শাহ দারা খান বলেন, দরবেশপুরের খুনের ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের চাচাতো ভাবিকে থানায় আনা হয়েছে। সেই সাথে তার বউ কাকলিকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হবে। সুজনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে গার্মেন্টস মালিকদের গোপনে ব্যবসা

মেহেরপুর প্রায় প্রতিটি পোশাক, কসমেটিক ও পাদুকার দোকানে চলছে গোপনে ব্যবসা। গত ২৪ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যতিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের কারণে গত ১০ মে থেকে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয় সরকার। পরে করোনার ভয়বহতা বৃদ্ধির কারণে ১৮ মে সোমবার থেকে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

কিন্তু এই ঘোষণা উপেক্ষা করে মেহেরপুর শহরের বেশ কিছু গার্মেন্টস গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা থেকেও লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে এই সব বিপণী বিতান গুলোতে।

গতকাল সোমবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে কাস্টমার রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বাজার এলাকায় কিছু দোকানের এই দৃশ্য সাংবাদিক ধারণ করলে দোকান মালিকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। পরে তাদের সাথে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সদর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

পরে দোকান মালিকদের সাথে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতারা। এ নিয়ে সোমবার বিকালে একটি জরুরী বৈঠক করেন জেলার বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি-সম্পাদকরা। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু জানান, “দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১০ তারিখে দোকানপাট খোলার অনুমতি দেয় সরকার। এজন্য প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঈদ উপলক্ষে মালামাল ক্রয় করেছে। এমন অবস্থায় হটাৎ করে আবার আমাদের সাথে আলোচনা না করে বন্ধ ঘোষণা করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

জেলার প্রায় ১৫ হাজার মালিক কর্মচারি এতে বিপাকে পড়েছে। তাদের বেতন ভাতা নিয়ে বেশ চিন্তাই পড়েছে দোকান মালিকরা। এসময় হয়তো কেউ কেউ গোপনে ব্যবসা করতে পারে। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

মেহেরপুরে ১শ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রাম থেকে ১শ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ।

সোমবার বিকালে পুলিশ পরিদর্শক খন্দকার শাহ আলম এর নেতৃত্বে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত একটি গোলায় থেকে ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ৯নং ওয়ার্ডে মেয়রের খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে শহরের ৯ নং ওয়ার্ডে কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

চলমান খাদ্য বিতরণে সোমবার ৯ নং ওয়ার্ডের ৩শ পরিবারের লোকজনের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

খাদ্য বিতরণকালে মেয়র বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মাইনুল হোসেন খান নিখিল ভাইয়ের আহবানে চলমান কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড পোস্ট অফিস পাড়ায় প্রতিটি কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক, প্রকাশকসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে পরের বাড়ি দখলে রাখার সংবাদ প্রকাশ করায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ এস ইমন ও যুগ্ম সম্পাদক আল আমীনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের সাংবাদিকরা।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাংবাদিকরা এ কর্মসূচী পালন করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযমের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন অবজারভার প্রতিনিধি রফিকুল আলম, মানবকন্ঠ প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্না, দিনকাল প্রতিনিধি হারুনুর রশিদ রবি, পশ্চিমাঞ্চল প্রতিনিধি ডিএম মুকিদ, আমার সংবাদ প্রতিনিধি মিজানুর রহমান।

মানববন্ধনে ইত্তেফাক প্রতিনিধি মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, মেহেরপুর নিউজের বার্তা সম্পাদক মিজানুর রহমান, জনতা প্রতিনিধি কামারুজ্জামান খান, বাংলা টিভি ও মানবজমিন প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, আমাদের অর্থনীতি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, ভোরের

কাগজ প্রতিনিধি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, মেহেরপুর প্রতিদিনের চীফ রিপোর্টার মর্তুজা ফারুক রুপক, অধিকার প্রতিনিধি শাকিল রেজা, সাংবাদিক মুহম্মদ মহসীন, আলোকিত সকাল প্রতিনিধি সাব্বির হোসেন, বার্তা মেহেরপুর প্রতিনিধি রাশেদ খান, সাংবাদিক মেহেরাব হোসেন, জবাবদিহি প্রতিনিধি সিরাজদৌলা পাভেল, হাসনাত জামান সৈকত প্রমুখ।

মানববন্ধনে রফিকুল আলম বলেন, সংবাদ প্রকাশ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মামলা করতেই পারেন। তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে হয়রানি করতে পারেন না। সব যায়গায় ক্ষমতা দেখাতে হয় না।

মাহাবুব চান্দু বলেন, আইনটি পাশ হওয়ার পর প্রধামন্ত্রী, আইন মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রী সহ সরকারের দায়িত্বশীলরা বলেছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এ আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না। কিন্তু আমরা গভির উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করছি দেশের বিভিন্ন স্থানের মত মেহেরপুরেও সাংবাদিকদের এই আইনে মামলার সন্মুখিন হতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন বিরুদ্ধে পরের বাড়ি দখলে রাখার সংবাদ প্রকাশ করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তার ভাগ্নে সবুজ হোসেন গত ১৩ মে এ মামলা দায়ের করেন। গত ১১ মে ‘গাংনীর সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের কান্ড’ “২৬ বছর ধরে দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি” শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রধান শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি ওই দিন অনলাইন ভার্সনেও প্রকাশ পায়। সেদিন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা টক অব দ্য জেলায় পরিণত হয়। মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করায় মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারকে ধন্যবাদ জানায় পাঠকরা।

মেহেরপুরের বামনপাড়াতে আম

ব্যবসায়ীর গোডাউনে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলা বামনপাড়া গ্রামে অগ্নিকান্ডে আম ব্যবসায়ীর গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সোমবার সকাল ৮ টার সময় আমের ক্যারেট বোঝাই গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ৩০ মিনিট ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

আম ব্যবসায়ী মোঃ সুরুজ আলী জানান, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার ক্ষয় – ক্ষতি হয়েছে। গোডাউনে, স্যালো মেশিন, স্প্রে মেশিন, আমের ক্যারেট ছিলো যা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানান, সকাল ৮ টার সময় গোডাউনের পাশে আর্বজনা ফেলার স্থান থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে। এতে মুহুর্তের মধ্যে চারিপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করে।

গাংনীতে কাথুলী থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা আটক

মেহেরপুরের গাংনী কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাগুড়ার এক প্রবাসীর বউকে তার প্রেমিকসহ আটক করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিট।
আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।
ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মাগুড়ার এক প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ লাকী খাতুন কে মিরাজ নামের এক ব্যাক্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। এবং তারা পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহন করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম এর বাড়ি।
জিয়ারুল ইসলাম জানান, কিছুদিন আগে আমার কাছে আমার বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য আসেন এমত অবস্থায় আমি তার পরিবারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা জিঙ্গেস করি মিরাজ জানান তিনি আর তার স্ত্রী থাকবেন এবং

বাসার মাসের ভাড়া নির্ধারন করে তাদের কে আমার বাসা ভাড়া দিই। স্থানীয়রা জানান, মিরাজ পেশায় একজন রাজ মিস্ত্রী। আর তিনি এখানে এসে মিস্ত্রিকাজ করে বেড়ান। মিস্ত্রি কাজ করে বাসা ভাড়া দিয়ে থেকে কি ভাবে চলবেন নিজ বাসায় থাকায় তো ভালো স্থানীয়রা এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান বাসায় পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করে আমরা এসেছি কয়েকমাস পর আমাদের সমস্যা সমাধান হলেই চলে যাবো বলে জানান মিরাজ।
পিবিআই ইউনিটের এস আই হুমায়ুন কবির জানান, মোছাঃ লাকী খাতুন মাগুড়ার বাসিন্দা এক প্রবাসীর স্ত্রী। লাকী খাতুন কে বের করে নিয়ে আসার অভিযোগে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিটে নারী ও শিশু নির্যান মামলা করেন তার স্বামী। যার কেস নাম্বার ৩৯/২০। পরে মামলার তদন্আতে বেরিয়ে আসে আসামি পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহন করেছেন। গাংনী ধলা এস আই জাহিদ কে সাথে নিয়ে বাড়ি আটক করি। প্রবাসির বউ সহ প্রেমিককে গ্রেপ্তার করি।